ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ:

সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৫

ইলম ও জিহাদ

(দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম)

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ: সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৫

লিখাঃ ইলম ও জিহাদ (দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম)

প্রকাশনাঃ আবু আইমান আল হিন্দী (সালাবা)

সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াত থেকে ১৯৪ নং আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ বিন-নাফস তথা সশরীরে কিতাল করার আদেশ ও সে সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল।

এরপর ১৯৫ নং আয়াতে জিহাদ বিল মালের আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,
{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)} [البقرة: 195]

"আর তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর। নিজেরাই নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর কাজ ভালমতো করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ভালমতো কাজ করনেওয়ালাদের পছন্দ করেন।" –বাকারা: ১৯৫ (তরজমা বয়ানুল কুরআন থেকে গৃহীত)

ব্যাখ্যা

বয়ানুল কুরআনে থানবি রহ. সংক্ষেপে আয়াতের উদ্দেশ্য এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

"আর তোমরা আল্লাহর পথে (তথা জিহাদে) (জানের পাশাপাশি মালও) খরচ কর। নিজেরাই নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না (যে এমন জায়গায় জান মাল খরচ করতে ভীরুতা ও কৃপণতা দেখাবে, যার ফলে তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে আর শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে যাবে, যা ধ্বংস বৈ কিছু নয়)। আর (যে) কাজ (করবে) ভালমতো করবে (উদাহরণস্বরূপ এখানে খরচ করতে বলা হয়েছে তো দিল খোলে খুশির সাথে ভাল নিয়ত নিয়ে খরচ কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ভালমতো কাজ করনেওয়ালাদের পছন্দ করেন।" –বয়ানুল কুরআন ১/১৩৬

ইনফাক (الإنفاق) বলা হয় صرف المال في وجوه المصالح তথা ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করা। মন্দ কাজে ব্যয় করাকে ইনফাক বলে না, তাবযির (التبذير) বলা হয়। -তাফসিরে নিশাপুরি: ১/৫৩২[1]

অতএব, ইনফাক বললে জিহাদে ব্যয় করা, গরীবদের সাদাকা করা, মুসলিমদের কল্যাণে খরচ করা- ইত্যাদি ভাল কাজ উদ্দেশ্য হবে।

সাবিলুল্লাহ (سبيل الله) বলতে সাধারণত জিহাদ বুঝায়। এখানেও জিহাদই উদ্দেশ্য। -তাফসিরে ইবনে আতিয়া: ১/২৬৪[2], তাফসিরে বাগাবি: ১/২৩৯[3]

বিশেষত এ আয়াতের আগের আয়াতগুলোতে জিহাদের আলোচনাই চলছিল। এ আয়াত সে আলোচনার সাথেই সম্পৃক্ত। -তাফসিরে নিশাপুরি: ১/৫৩২[4]

‘জিহাদে ব্যয় কর’ না বলে ‘আল্লাহর পথে ব্যয় কর’ বললেন কেন?

এ কথা বুঝানোর জন্য যে, যেখানে অর্থ ব্যয় করতে বলা হচ্ছে সেটি আল্লাহর পছন্দের এবং আল্লাহর নির্বাচিত পথ। অতএব, আল্লাহর দেয়া সম্পদ আল্লাহরই পছন্দ ও নির্দেশিত পথে খরচ করতে কৃপণতা কিসের? –তাফসিরে নিশাপুরি: ১/৫৩২[5] থেকে মুস্তাফাদ

জিহাদে ব্যয় করো: নিজের পেছনে এবং অন্যের পেছনে

জিহাদ চালিয়ে নেয়ার জন্য নিজের পেছনে যেমন খরচ করতে হয়, দরকার পড়লে অন্যদের পেছনেও খরচ করতে হয়। নিজের জন্য অস্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি যোগাড় করতে খরচ করতে হয়। নিজের খরচ বহনের পেছনে ব্যয় করতে হয়। এমনিভাবে অন্য গরীব মুজাহিদ, যারা নিজেদের পরিবার পরিজনের ব্যয়ভার বহনের পাশাপাশি জিহাদের ব্যয় বহনের সামর্থ্য রাখে না বা পরিবারের জন্য উপার্জনের পর জিহাদে সময় দেয়ার মতো ফুরসত পায় না: তাদের পেছনে খরচ করা। তাদের আসবাবপত্র

যুগিয়ে দেয়া। তাদের পরিবারের খরচের ব্যবস্থা করে জিহাদি কাজের জন্য তাদের ফারেগ করে দেয়া।

সহীহ বুখারীতে এসেছে:
"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদকে আসবাব পত্র দিয়ে প্রস্তুত করে দিল সে যেন নিজে জিহাদ করল। যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনকে উত্তমভাবে দেখাশুনা করল সে যেন নিজে জিহাদ করল।" –সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৮৪৩

এছাড়াও জিহাদের প্রয়োজনীয় অন্য যতো খরচ রয়েছে, সবগুলোতেই প্রয়োজনমাফিক অর্থ সরবরাহ করতে হবে। সম্পদ আল্লাহর। আল্লাহই হুকুম করছেন ব্যয় করতে। অতএব, সম্পদের মায়ায় সম্পদ আটকে রাখার কোনো অবকাশ নেই।

আয়াতে নিজের খরচ বহনের উপর সীমাবদ্ধ করা হয়নি, বরং জিহাদে খরচ করতে বলা হয়েছে। অতএব, নিজের খরচ বহনের পাশাপাশি প্রয়োজনের মাত্রা অনুযায়ী অন্যের পেছনেও খরচ করতে হবে, জিহাদের সেক্টর ও প্রকল্পগুলোতেও খরচ করতে হবে।

 # وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ- নিজেরাই নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না

আমাদের আলোচ্য আয়াতে কারীমায় জিহাদ বিল মালের আদেশ ছিল, আর এর আগের আয়াতগুলোতে জিহাদ বিন-নাফস তথা সশরীরে কিতালের আদেশ ছিল। জিহাদ বিল মালের আদেশটি সেই জিহাদ বিন-নাফসের আদেশের সাথে সম্পৃক্ত। এ উভয় আদেশের বিপরীতে আনা হয়েছে এ কথাটি: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ-

নিজেরাই নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। -রুহুল মাআনি: ২/১৫৩[6]

অর্থাৎ যে দুই আদেশ তোমাদের দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সশরীরে জিহাদ করবে এবং জিহাদের প্রয়োজনে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করবে: এর কোনোটির বিপরীত করলে তোমরা ধ্বংসে নিপতিত হবে। অতএব, জেনেশুনে এ ধ্বংসে নিজেদের নিক্ষেপ করো না।

যদি জীবনের মায়ায় জিহাদে যেতে ভয় পাও: তাহলে তোমাদের শত্রুরা তো আর বসে থাকবে না।

সম্পদের মায়ায় যদি সম্পদ জিহাদে ব্যয় না কর, সামর্থ্যহীন অন্য মুসলিমদের জিহাদের জন্য প্রস্তুত না কর: তাহলে তোমাদের শত্রুরা তো আর বসে থাকবে না।

তোমাদের শত্রুরা তোমাদের অপ্রস্তুত পেয়ে তোমাদের উপর হামলে পড়বে। যে জীবনের মায়ায় জিহাদ ত্যাগ করেছিলে, সে জীবন তারা দুর্বিসহ করে তুলবে।

যে সম্পদের মায়ায় তোমরা জিহাদে ব্যয় না করে জমা করে রেখেছিলে সে সম্পদ কেড়ে নিয়ে তোমাদের নিঃস্ব করে ছাড়বে।

মোটকথা যে জীবন ও সম্পদ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে কৃপণতা করেছিলে, সে জীবন-সে সম্পদ এখন তোমাদের শত্রুদের হাতে পদদলিত হবে। অতএব, এই ধ্বংসের দিকে নিজেদের ঠেলে দিও না। আল্লাহর দেয়া জান নিয়ে আল্লাহর পথে বের হও। আল্লাহর দেয়া সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ কর।[7]

[1] والإنفاق صرف المال في وجوه المصالح. فلا يقال للمضيع: إنه منفق وإنما يقال: مبذر.- تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (1/ 532)

[2] سَبِيلِ اللَّهِ هنا الجهاد. -تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (264/1)

[3] قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، أراد به الجهاد. -تفسير البغوي - إحياء التراث (1/ 239)

[4] الأقرب في هذه الآية. وقد تقدم ذكر القتال. أن يراد به الإنفاق في الجهاد.- تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (1/ 532)

[5] لكنه تعالى عبر عنه بقوله فِي سَبِيلِ اللَّهِ ليكون كالتنبيه على السبب في وجوب هذا الإنفاق. فالمال مال الله فيجب إنفاقه في سبيل الله، ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز نفسه ونشط وهان عليه ما دعي إليه.- تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (1/ 532)

[6] { وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِ الله } عطف على { قَاتَلُواْ } [البقرة : 190] أي وليكن منكم إنفاق ما في سبيله { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة } بترك الغزو والإنفاق فيه ، فهو متعلق بمجموع المعطوف والمعطوف عليه نهياً عن ضدهما تأكيداً لهما. -تفسير الألوسي (2/ 153، بترقيم الشاملة آليا)

[7] قوله عز من قائل وَأَنْفِقُوا وجه اتصاله بما قبله أنه تعالى لما أمر بالقتال وأنه يفتقر إلى العدد والعدد قد يكون ذو المال عاجزا عن القتال، وقد يكون القوي على القتال عديم المال فلهذا أمر الله الأغنياء بالإنفاق في سبيله إعدادا للرجال وتجهيزا للأبطال.- تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (1/ 532)

ثم أمر بالجهاد بالمال بعد الأمر بالجهاد بالأنفس فقال: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي وابذلوا المال في وسائل الدفاع عن بيضة الدين، فاشتروا السلاح والكراع وعدد الحرب التي لعدوكم مثلها إن لم تزيدوا عليه حتى لا يكون له الغلب عليكم، وإلى هذا أشار بقوله: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) أي إنكم إن لم تبذلوا في سبيل الله وتأييد دينه كل ما تستطيعون من مال وإعداد للعدّة فقد أهلكتم أنفسكم. ... والخلاصة- إن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين، وهم من الكثرة بحيث يخشى شرّهم، فلو انصرف المؤمنون عن الاستعداد للجهاد إلى تثمير الأموال لأوقعوا بهم، فيكونون حينئذ قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. -تفسير المراغي (2/ 93)